ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 111 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৬৭ ● কলকাতা ● ১৩ আশ্বিন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 74

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

পুরুষের পুরুষ হওয়ার বড় অহঙ্কার আছে যখন নাকি পুরুষের জন্মও স্ত্রী থেকেই হয়েছে। স্ত্রীকে অপমান করে, স্ত্রীকে আলাদা শ্রেণীভুক্ত করে সে নিজেরই জন্মকে ভুলে যাচ্ছে অর্থাৎ নিজের মূলে আঘাত করছে। সে নিজের মাকে ভুলে যাচ্ছে। যে পুরুষের নিজের মার সঙ্গে বেশী অনুরাগ, সে কখনও কোন স্ত্রীর অপমান করতে পারে না।

"এই কথা অনেক সাধুরা জেনেছেন। সেইজন্যে অনেক সাধুরা বার বার এর জন্য চেষ্টা করেছেন আর বর্তমানের সাধুরা এই চেষ্টা করছেনই আর ভবিষ্যতে আগত সাধুরাও এই দিকে চেষ্টা করতেই থাকবেন।

ক্রমশঃ

শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার:

আত্মবিশ্বাস এর উপরে নির্ভর করে চলছে সারা বিশ্বের সমাজব্যবস্থা। একটি ধর্মের একটি রীতি রেওয়াজ প্রচলিত আছে আজ পর্যন্ত। সেই সব ইতিহাসের নানান ব্যাখ্যা বারবার আমি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে যেন একটি আত্মবিশ্বাস নির্ভরশীলতা প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই আমরা মান্যতা দিয়ে আসছি। মান্যতা দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায়ও নেই, পৃথিবীর বুকে খুজে পাওয়া যায়নি অন্য কোন বিকল্প শক্তি। বিজ্ঞান ও পারেনি এই শক্তির উৎস খুঁজতে। প্রাকৃতিক যে শক্তি, যাকে আমরা কল্পতরু রূপে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস আত্মনির্ভরশীল ভরসার রক্ষাকর্তা, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, ভগবান ও গড। অদৃশ্য শক্তি আজ পৃথিবীর বুকে বিরাজমান। এই শক্তির উপরে নির্ভরশীলতা কোটি কোটি মানুষ। যে শক্তিটা আজও প্রচলিত এবং প্রচন্ড শক্তিশালী,তাকে আমরা ভগবান আল্লাহ গড যাই বলে ভরসা করে

এরপর 3 পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ০৫ই অক্টোবর, ২০২৫ "দূর্গাপূজা" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই ০১লা অক্টোবর, ২০২৫ থেকে ০৬ই অক্টোবর, ২০২৫ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশনা হবে না। আগামী ৭ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

যোগীরাজ্যে এনকাউন্টারে খতম 'ডাকাত সর্দার'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের উত্তরপ্রদেশে এনকাউন্টারে খতম দাগি অপরাধী। খুন, ডাকাতি-সহ ৩৬টি গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত কুখ্যাত ওই অপরাধীর মাথার দাম ছিল এক লক্ষ টাকা। নইম নামে ওই অভিযুক্তের কাছ থেকে ২টি পিস্তল ও বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নইম খালাপার থানা এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। দিল্লি, মিরাট, নয়ডা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে ৩৬টি অপরাধের মামলা রয়েছে। যার মধ্যে বেশিরভাগই খুন, খুনের চেষ্টা, ডাকাতি, তোলাবাজি ও ভয় দেখানোর মতো ঘটনা। তাকে পাকড়াও করতে একাধিকবার অভিযানও চালানো হয়। অবশেষে এনকাউন্টারে মৃত্যু হল নইমের। জানা গিয়েছে, এনকাউন্টার চলাকালীন নইমের সঙ্গে আরও এক অপরাধী ছিল। গুলির লড়াই চলাকালীন বাইক ফেলে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যায় সে। তার খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। দুই বাইক ও পিস্তল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে।মিরপুর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের কাছে খবর ছিল পুলিশের হিটলিস্টে থাকা দাগি অপরাধী নইমকে এলাকায় দেখা গিয়েছে। সেইমতো প্রস্তুতি নিয়ে তার খোঁজে নামে পুলিশ। বাইকে যাওয়ার সময় পুলিশকে পিছু নিতে দেখে গুলি চালায় অভিযুক্ত। অপরাধীর ছোড়া গুলি লাগে ইন্সপেক্টর বাবলু বর্মার বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটে ও হেড কনস্টেবল কালু রামের হাতে। পালটা গুলি চালায় পুলিশ। নইমের বুকে গুলি বিঁধতেই মাটিতে পড়ে যায় সে। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

সপ্তমীর সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বীরভূম: সপ্তমীর সকালে বোলপুরের সিয়ানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। খারাপ রাস্তায় গর্তে বাস উল্টে মৃত্যু এক শিশুর। আহত অন্তত ৩০ জন। আহতরা বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। আহতদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এর আগে পুজো শুরুর মুখে চন্দননগরের পটুয়াপাড়া থেকে ঠাকুর আনতে গিয়ে বাড়ি ফেরা হল না ৩ জনের। পথ দুর্ঘটনায় আহত আরও ৩। অন্যদিকে, কলকাতা থেকে ঠাকুর দেখে ফেরার পথে নদিয়ার তেহট্টে দুর্ঘটনা। গাছে ধাক্কা মারে গাড়ি, ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের স্ত্রী-সহ ৪ জন আহত হন।গুরুতর আহতদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে

এরপর ৩ পাতায়

সজলের অপারেশন সিঁদুর থিম পুজোয় রাজন্যা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছাত্র পরিষদ থেকে সাসপেন্ড হওয়া প্রান্তিক চক্রবর্তী ও রাজন্যা হালদার গতকাল সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে পুজো দেখতে গেলেন। আর এই নিয়েই রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোটি বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের পুজো হিসেবে পরিচিত। এদিকে বিগত বেশ কয়েক মাস ধরেই মাঝে মাঝে 'বেসুরো' হয়েছেন রাজন্যা।এদিকে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজো দেখতে যাওয়া নিয়ে রাজন্যা বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর আবেগঘন বিষয়। এখানে আগেও এসেছি।' সঙ্গে রাজন্যা আরও বলেন, 'পুজো নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।' এদিকে রাজন্যার সঙ্গে থাকা প্রান্তিক বলেন, 'এর সঙ্গে রাজনীতি নেই। ৮০ শতাংশ পুজো প্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাট আউট রয়েছে। এখানে নরেন্দ্র মোদীর কাট আউট থাকলে দোষের কী। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁরা সবাই কি বিজেপি?'এই রাজন্যাকেই একসময় তৃণমূলের হাইকমান্ড সামনের সারিতে নিয়ে এসেছিল দলের। তবে আরজি করের সময় সিনেমা বিতর্কের জেরে সাসপেন্ড হন রাজন্যা। এহেন রাজন্যার দলবদল নিয়ে

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা'

মনের সমস্ত কথা জানালে তিনি সে কাজেই সফলতা এনে দেয়। তার বাইরেও প্রচলিত হয় নাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হর্তাকর্তা বিধাতা, এই ব্রহ্মাণ্ডের মালিককে আমরা আজও মনে প্রানে ধন-সম্পদ সবকিছু সঁপে পূজা ও প্রার্থনা করি। এই পূজা বা পার্থনা বহু প্রাচীনকাল ধরতে প্রচলিত, আজ তা একই নিয়মে আমরা মেতে উঠি ।

আকাশে বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ অনুভুতিতেই । বারবারই মনে হয় এই তো মা আসছেন। আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। ষষ্ঠীর সকালে বোধন দিয়ে শুরু হয় আচার অনুষ্ঠানের পর্ব। সপ্তমী থেকে দিন শুরু হয় পূজার্চনা। দুর্গাপুজোর আচার অনুষ্ঠান নিয়ে নানান বিধি রয়েছে। বেশি প্রশ্ন বা কৌতূহল রয়েছে গণেশের পাশে থাকা 'কলা বউ' বা 'নবপত্রিকা'কে ঘিরে। অনেকে মনেই প্রশ্ন থাকে, গণেশের পাশে ঘোমটা দেওয়া ওই গাছটি আদতে কী? এই বিষয়ে আজ আমার লেখার বিষয়বস্তু, আর সে কথাগুলো আমি আমার কলমে তুলে ধরতে চাই পাঠকসমাজের কাছে।দুর্গাপুজোর অন্যতম আচার নবপত্রিকা স্নান। সপ্তমীর সকালে হয় স্নান। নবপত্রিকার আক্ষরিক অর্থ 'নয়টি পাতা' । যা

নবপত্রিকা ন'জন দেবীর প্রতীক। কলা রূপে ব্রহ্মাণী, কচু রূপে কালিকা, হলুদ রূপে উমা, জয়ন্তী রূপে কার্তিকী, বেল রূপে শিবানী, দাড়িম রূপে রক্তদন্তিকা, অশোক রূপে শোকরহিতা, মান রূপে চামুণ্ডা এবং ধান রূপে লক্ষ্মী। শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা' ।সেই কারনে নবপত্রিকাকে বাংলার দুর্গাপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ আমরা ধরে নিতে হয়। 'নবপত্রিকা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নয়টি গাছের পাতা। তবে বাস্তবে নবপত্রিকা নয়টি পাতা নয়, নয়টি উদ্ভিদ। রম্ভা ,কচ্চী, হরিদ্রাচ, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িমো। অশোক মানকচ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা। অর্থাৎ: কদলী বা রম্ভা (কলা), কচু, হরিদ্রা (হলুদ), জয়ন্তী, বিল্ব (বেল), দাড়িম্ব (ডালিম), অশোক, মানকচু ও ধান। একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ একত্র করে একজোড়া বেল সহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর সিঁদুর দিয়ে সপরিবার দেবীপ্রতিমার ডান দিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকার নাম কলাবউ।নবপত্রিকা বা কলা বউ ইতিহাসের লুকিয়ে রয়েছে দেবী দুর্গার পূজিত ইতিকথা।গুপ্তযুগেও বাংলায় কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সংস্কৃত ধর্মসূত্রের মন্তব্য স্মরণীয়: গৌড়ের লোকেরা দস্যু, সেখানে দিন কাটালে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ বার সেই কিংবদন্তি: রাজা আদিশূর কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণদের এই অজায়গায় নিয়ে এসে জমি দিয়ে বসত করান।ব্রাহ্মণরা এসে দেখলেন, এ দেশে জনজীবনের মূল উৎসব চৈত্র মাসে: গাজন। জাতিভেদ নেই, সারা গ্রাম একসঙ্গে ধর্মঠাকুরের পুজোয় মেতে ওঠে। এই ধর্ম নিতান্ত লৌকিক দেবতা, যুধিষ্ঠিরের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই সর্বজনীন সামাজিক উৎসবে থাকবন্দি শাসনকাঠামো ধরে রাখা যাবে না। অতএব শুরু হল উচ্চবর্গের বিচিত্র অন্তর্ঘাত। প্রথমেই এল দুর্গাপুজো। কিন্তু সেই বাসন্তীপুজো গাজনের জনপ্রিয়তা কমাতে পারল না। ক্ষমতা গাজনকে বরাবর সন্দেহ করেছে। আজও মন্দিরগাত্রের টেরাকোটায় চড়কপুজোর উপস্থাপনা খুঁজে পাওয়া যায় না।চৈত্র হল বছরের দ্বাদশ মাস। তার উল্টো দিকেই ষষ্ঠ মাস: আশ্বিন। উত্তরাপথে নবরাত্রি সেই সময়। রাজা সুরথ রাজ্য হারিয়ে বনে ঘুরছিলেন, মেধস মুনি সেই সময় তাঁকে শ্রীশ্রীচণ্ডী-র কাহিনি শোনান। রাজা দেবীর পুজো করে রাজ্য ফিরে পান। এ যে রাজধর্মের পুজো! সেই সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মুখ্যত তিন অংশ। প্রথম অংশে ৩২টি শ্লোক, দেবী মধু ও কৈটভ দানবকে বধ করেন। দ্বিতীয় অংশে ১০৯টি শ্লোক, দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন। তৃতীয় অংশ আরও বড়, ১৯৩টি শ্লোক। "বাংলা দুর্গাপুজোর শাস্ত্রীয় আচার এই ন্যারেটিভ কাঠামো মেনে তৈরি। সপ্তমীর থেকে অষ্টমী পুজো আরও দীর্ঘ, নবমী পুজো আরও বেশি সময়ের," বলছিলেন র‍্যালফ নিকোলাস। এই সংস্কৃত চণ্ডীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল বাংলার চণ্ডীকে। মর্তে পুজো পাওয়ার জন্য কালকেতুকে রাজা করে দেন চণ্ডী। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা মঙ্গলচণ্ডী কী ভাবে মিশে গেল, দুর্গাপ্রতিমাই তার প্রমাণ। বাঙালির কাছে দুর্গা একই সঙ্গে অসুরনাশিনী, শিবের ঘরনি, কৈলাস ছেড়ে পিতৃগৃহে আসা কন্যা, কার্তিক, গণেশ এবং লক্ষ্মী, সরস্বতীর মা। গাঁজাড়ু স্বামীর ঘর করা সংস্কৃতে নেই। অসুরনাশিনী সেখানে লক্ষ্মীর মা এবং নারায়ণের শাশুড়িও নন। গাজনের জন-উৎসবকে উৎখাত করতেই 'ক্ষমতা' সংস্কৃত পুরাণ এবং বাংলা লোককাহিনি মিলিয়ে শারদীয় পুজোর আখ্যান তৈরি করে।কিন্তু শরৎকালে পুজো হবে কী ভাবে? আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে দেবতাদের রাত শুরু। ঘুম ভাঙে কার্তিক মাসের একাদশীতে। "ব্রাহ্মণ্যবাদ তখন অকালবোধন শুরু করে। স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যর আগে অকালবোধনের কথা জানা যায় না। খেয়াল করবেন, লক্ষ্মী, কালী বা জগদ্ধাত্রী পুজোয় কিন্তু দেবীর ঘুম ভাঙানো হয় না," জানাচ্ছেন র‍্যালফ।তবেই দুগা ক্ষমতার পুজো, জগদ্ধাত্রীও তা-ই। বস্তুত দুর্গার তন্ত্রমন্ত্রে চার হাতের দেবীর যে বর্ণনা, তা জগদ্ধাত্রী রূপ। দশ হাতের দুর্গা মহিষাসুরনাশিনী, চার হাতের জগদ্ধাত্রী বধ করেন করিণ্ডাসুরকে। কালী বা চামুণ্ডাও অসুরকে ধ্বংস করেন। অসুরনাশই ক্ষমতায় একমাত্র কাম্য। তাই দেবী বিভিন্ন রূপকে একত্রে "নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা" নামে " নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজিতা হন।। একটি পাতাযুক্ত কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি গাছ মূল ও পাতাসহ একত্র করে একজোড়া বেল সহ সাদা অপরাজিতা গাছের লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর তাতে সিঁদুর দিয়ে দেবীপ্রতিমার ডান দিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকার নাম কলাবউ। আর না জেনে আমরা এটাকেই মনে করে আসছি গনেশের বউ।নবপত্রিকার পূজা প্রকৃতপক্ষে শস্যদেবীর পূজা।এদিকে আমার মত গবেষকদের মতে, "এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই প্রকৃতি রূপিনী শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ... বলাবাহুল্য এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্যদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিশিয়া আছে। তবে অনেক পুরাণ বিশেষজ্ঞের মতে দেবীপুরাণে নবদুর্গা আছে, কিন্তু নবপত্রিকা নাই।... নবপত্রিকা দুর্গাপূজার এক আগন্তুক অঙ্গ হইয়াছে।... বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত। তাহাদের নবপত্রী দুর্গা-প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে । তবে উল্লেখ্য, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। কালিকাপুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ না থাকলেও, সপ্তমী তিথিতে পত্রিকাপূজার নির্দেশ রয়েছে। কৃত্তিবাস ওঝা বিরচিত রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক নবপত্রিকা পূজার উল্লেখ রয়েছে – "বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।" মহাসপ্তমীর দিন সকালে নিকটস্থ নদী বা কোনো জলাশয়ে (নদী বা জলাশয়ে) নিয়ে যাওয়া হয়। পুরোহিত নিজেই কাঁধে করে নবপত্রিকা নিয়ে যান। তাঁর পিছন পিছন শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকীরা ঢাক বাজাতে বাজাতে এবং মহিলারা শঙ্খ ও উলুধ্বনি করতে করতে যান। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী স্নান করানোর পর নবপত্রিকাকে নতুন শাড়ি পরানো হয়। তারপর দোলাতে বা পাল্কীতে চাপিয়ে পূজামণ্ডপে নিয়ে এসে পুরনারীদের দিয়ে বরণ করানোর পর নবপত্রিকাকে দেবীর ডান দিকে একটি কাঠে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। পূজামণ্ডপে নবপত্রিকা প্রবেশের মাধ্যমে দুর্গাপূজার মূল অনুষ্ঠানটির প্রথাগত সূচনা হয়। অন্যদিকে চন্দননগরের মণ্ডলবাড়িতে অবশ্য বোধন হয় প্রতিপদে। তখন থেকেই প্রতিদিন দেবীর পুজো হয়, রোজ হয় সন্ধ্যারতি। সকালে ভোগ, রাতে শীতল। বাড়ির নিয়ম তেমনই। তবে ব্যতিক্রম শুধুমাত্র পুজো শুরুর তিথিতে নয়, মণ্ডলবাড়ির পুজোয় এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা বিরল। এমন রীতি আমার অন্তত জানা ছিল না।মহাসপ্তমীর পুজোর সময় এই বাড়িতে জ্বলে হোমাগ্নি, তা নির্বাপিত হয় মহানবমীতে, এটাই

এরপর ৫ পাতায়

(২ পাতার পর)

সপ্তমীর সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

স্থানান্তরিত করা হয়েছে।কীর্ণাহার থেকে বোলপুরে যাচ্ছিল বাসটি। টোটোকে পাশ কাটাতে গিয়ে বাসটি গর্তে পড়ে যায়, খবর স্থানীয় সূত্রে।

সোমবার সকালে কীর্ণাহার থেকে বোলপুর আসার সময় বোলপুরের সিয়ান হাসপাতালের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি বাস। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক শিশুর। আহত হন অন্তত ২৫-৩০ জন যাত্রী। আহতদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গুরুতর আহতদের শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যাত্রীবাহী বাসটি কীর্ণাহার থেকে বোলপুরের দিকে আসছিল। অভিযোগ, বাসটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেপরোয়া ভাবে যাচ্ছিল। বাসের সামনে একটি টোটো ছিল। টোটো কে সাইড দিতে গিয়ে বাসের চাকা গর্তে পড়ে যায়। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের ধান জমিতে উল্টে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা যাত্রীদের উদ্ধার করে।

কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে ঠাকুর দেখে ফেরার পথে নদিয়ার তেহট্টে দুর্ঘটনা। গাছে ধাক্কা মারে গাড়ি, ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের স্ত্রী-সহ ৪ জন আহত হন। আজ ভোরে তেহট্টের ইসলামপুরে কৃষ্ণনগর-করিমপুর রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। নিজের গাড়িতে স্ত্রী ও আত্মীয়দের নিয়ে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে গেছিলেন করিমপুরের বাসিন্দা সুজিত বিশ্বাস। ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে গাড়ি। তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ১ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। আহত ৪ জনের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়াতেই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান।

সম্পাদকীয়

বাঙালিদের মন পেতে অষ্টমীতে সিআর পার্কে মোদী

দিল্লিতে যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গা পুজো হয়। এবার দুর্গাপুজোয় দিল্লির 'মিনি কলকাতা' চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীবাড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুজো দেবেন বলে খবর। জানা গিয়েছে, অষ্টমীর সন্ধ্যায় পুজো দেবেন মোদী। বাঙালিদের মন পেতে মরিয়া মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক আধিকারিক শনিবার জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী পুজোয় কালীবাড়িতে যাবেন।এবার চিত্তরঞ্জন পার্কের পুজো দেখতে ভিড় উপচে পড়ছে পঞ্চমীর দিন থেকেই। তার অন্যতম কারণ, এই বছর দিল্লির অনেক জায়গায় পুজো মণ্ডপে থাকা খাবার স্টল নিয়ে চলেছে টান-টান উত্তেজনা। বিজেপির বিধায়করা অনেক জায়গায় আমিষ খাবার না রাখতে হুমকি দিয়েছেন। তাই দিল্লির অন্যান্য জায়গা থেকে আমিষ খাবার বিক্রি করার ব্যবসায়ীরা চিত্তরঞ্জন পার্কে এসে ভিড় করেছে।

প্রথমে কথা ছিল, ষষ্ঠীর দিন পুজো দেবেন মোদী। পরে প্রধানমন্ত্রীর সেই অনুষ্ঠানসূচি বাতিল হয়ে যায়। এসপিজি, দিল্লি পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড হাজির হয়ে চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীমন্দিরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কর্মকর্তারা জানান, 'প্রধানমন্ত্রী ষষ্ঠীর দিনই অর্থাৎ রবিবারই প্রধানমন্ত্রী দর্শন করতে আসতে চান'। তাঁদের প্রোটোকল অনুযায়ী সব ব্যবস্থাপনা করে অবশেষে আজ সকালে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর অষ্টমীর দিন দর্শন করতে ও পুজো দিতে আসবেন। এই দু'দিন ধরে ব্যবস্থার তোলপাড় হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট।

দুর্গাপুজোয় এই চিত্তরঞ্জন পার্ক কলকাতা থেকে কোনও অংশে কম যায় না। কলকাতার মতো এবারের পুজোতেও চিত্তরঞ্জন পার্কের তিনটি পুজো ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে। বি ব্লক পুজো কমিটির থিম, 'স্বর্ণবর্ষে মাটিই খাঁটি'। 'মাটিই উৎস', এই ভাবনাকে মাথায় রেখে পুজোমণ্ডপ জুড়ে থাকছে মাটির ছোঁয়া। সাজসজ্জাতেও তাই আলাদা করে তৈরি হয়েছে পাটের দুর্গা প্রতিমা। বি ব্লকের প্রতিমার থিম এবার 'নবদুর্গা', থাকবে বিশেষ গ্যালারিও। পুজো কমিটির বিগত ৫০ বছরের সফরের দৃশ্যপট সাজানো হয়েছে এখানে। পুজো কমিটির সম্পাদক আশিস সোম জানালেন, সর্বক্ষণ মন্ডপে জ্বলবে পঞ্চাশ হাজার মাটির প্রদীপ, ভোগ বিতরণ করা হবে মাটির থালায়।

দ্বিতীয় পুজো কমিটি, কোঅপারেটিভ গ্রাউন্ডের সুবর্ণ জয়ন্তীর থিম, 'সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা', কিছুটা নস্টালজিয়াও বটে। তৃতীয় পুজো কমিটি, মেলা গ্রাউন্ডের থিম, 'মহিষাদল রাজবাড়ি', ৫০ বছরেও সাবেকিয়ানাকে বজায় রাখা। পকেট ৪০ এবং কে ওয়ান-এর পুজো এবার ৩৩ বছর। পুজোর থিম, দুর্গামায়ের নববধূ সাজ, মণ্ডপে কুল, আলপনা, গাছকৌটো ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়েছে। দিল্লির পুজোর একটা বড় আনন্দ, সবাই মিলে একসঙ্গে দুপুরে ভোগ খাওয়া ও বিতরণ করা হয়। বেশিরভাগ বাড়িতেই পুজোর চারদিন কমপক্ষে দুপুরে তো রান্না হয় না এবং রাত্রেও বেশিরভাগ বাঙালিরা মণ্ডপের স্টল থেকে খাবার খান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

চিত্তরঞ্জন পার্কের মধ্যে মোট দশটি পুজো, সেখানে এবার পুজোতে একে অপরকে টেক্কা দিতে ব্যস্ত। এছাড়া, প্যাটেলনগরের পুজোয় পালন করা হচ্ছে হীরক জয়ন্তী। বেলুড়মঠের আদলে দিল্লির পাহাড়গঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্গাপুজো এবার তৃতীয় বছর। রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতিও চলছে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাতচল্লিশতম পর্ব)

তৈলচিত্র এঁকেছিলেন ইতালীর শিল্পী Gaetano Zancon ।

শোনা যায়, এই মন্দিরে কেবল রাজা-জমিদার বা ভক্তরাই নন, পুজো দিয়েছেন ইংরেজ সাহেবরাও। একটি মামলা জেতার জন্য একবার মানত করে গিয়েছিলেন একজন সাহেব। তার পর সেই মামলা জেতার পর এই মন্দিরে এসে তখনকার সময়ে তিন হাজার টাকার পুজো দিয়েছিলেন তিনি।

পঞ্জাব ও বার্মা দখলের পরও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে এই মন্দিরে ষোড়শ উপাচারে পুজো দেওয়া হয়েছিল।

আবার শুধু ইংরেজরাই নয়।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

সজলের অপারেশন সিঁদুর থিম পুজোয় রাজন্যা

বহুদিন ধরে জল্পনা চলছিল। এই আবহে তাঁকে বিজেপি কাউন্সিলরের পুজোয় দেখা গেল।

এমনিতেই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে। সজল ঘোষ অভিযোগ করেছেন, অপারেশন সিঁদুর থিমে পুজো করায় পুলিশ ইচ্ছে করে এই মণ্ডপ বন্ধ করার বা সেখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। এই আবহে রাজন্যার সেখানে যাওয়ার বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও এই বিষয়টিকে রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে নারাজ সজল ঘোষ বা রাজন্যা। সংবাদমাধ্যমকে এই নিয়ে বিজেপি নেতা বলেন, 'সব কিছুতে রাজনীতি খোঁজার কী আছে। এখানে রাজনীতির কী আছে? রাজন্যা আমার বোনের মতো। আমরা কখনও টিভিতে লড়াই করেছি। কখনও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। সেটা থাকবে। এরকম আরও অনেকে আসেন। সাংবাদিকরা সব দেখতে পায় না। রাজন্যা আগেও আসতেন।' এরপর সজল আরও বলেন, 'রাজন্যাকে এখন আর আমি তৃণমূল বলে ধরি না। ও সত্যিকে সত্যি বলে। দেরিতে হলেও বলেছে।'

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কালীর সঙ্গে বলাকা মাতৃকার একটা সংযোগ আছে। প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়ায় যে সিংহবাহিনী মাতৃকার উপাসনা হত, তিনিও পক্ষবিশিষ্ট বলাকা মাতৃকা ছিলেন। চন্দ্রকেতুগড়ে তো পক্ষীমাতৃকার মনুষ্যরূপ পূজিত হত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা

রীতি।সাধারণ ভাবে নবপত্রিকা, মানে যাকে কলাবউ বলা হয়, তিনি হলেন দেবী দুর্গা। তবে এই বাড়িতে নবপত্রিকাকে যে নিয়মে পুজো করা হয়, তাতে তিনি দেবী দুর্গার নন, তিনি গণেশের স্ত্রী, মানে দেবী দুর্গার পুত্রবধূ। এটিও এই বাড়ির পুজোর আরেক বৈশিষ্ট্য।হঠাৎ করে নবপত্রিকার পুজো প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে মন্ডলবাড়ী কথা উল্লেখ করলাম কেন? মন্ডল বাড়ির পূজার নবপত্রিকা কে যেভাবে গণেশের স্ত্রীরূপে পূজা করা হয়, বাংলা তথা ভারতবর্ষের এমনই পূজা হয়না।তাই মন্ডল বাড়ির কথাটি এই লেখাতে উল্লেখ করলাম এবং তার বিস্তারিত বলার চেষ্টা করছি।১৭৪১ সালে তৈরি হয় মণ্ডলবাড়ি। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকেই আঙিনা, সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দালান, তা পেরিয়ে ঠাকুরদালান। এখানেই দেবীপক্ষে টানা দশ দিন পুজিতা হন দেবী দুর্গা, পুজো শুরু হয় প্রতিপদ থেকে। নেলিনের কথায়, "পুজো আগেও হত, তবে এই ভাবে প্রতিমা পুজো শুরু হয় ১৮২৫ সালে। তার আগে হত ঘটপুজো। সেই হিসাবে এই পুজো ১৯৩ বছরের পুরোনো। এই পুজো মোটেই ৩০০ বছরের পুরোনো নয়।" তিনি জানালেন এই রাজ্যে সবমিলিয়ে দশটি বাড়িতেও প্রতিপদে পুজো শুরু হয় না। এক সময় এই বাড়ির পুজোয় এক হাজার পুরোহিত আসতেন। পুজোর ব্যাপ্তিও ছিল ব্যাপক। সময়ের সঙ্গে সেই জৌলুস কমেছে। সময় বোঝানের জন্য একটি তথ্য দিয়ে রাখা দরকার: ১৭৩০ সালে চন্দননগরের গভর্নর নিযুক্ত হন যোশেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লে। যাক এসব কথা, সেই বাড়িতে আমার মত লেখোকের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো অনেক ছোটবেলাতে।মণ্ডলবাড়িতে ঢোকার মুখে জানলার দিকে তাকালে চোখে পড়বে দাড়িওয়ালা মুখ – বাড়িটিতে ইউরোপের একাধিক দেশের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য নজর কাড়ে। জৌলুস ও ঔজ্জ্বল্য হারালেও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে এই বাড়ির। স্বাতন্ত্র্য রয়েছে পুজোরও।মূল আঙিনায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে দেখা যাবে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে নানা ধরনের ফল, ফলের থোকা। এমন রীতি আগে কখনও দেখিনি। এমন কেন? নেলিন মণ্ডল শোনালেন এই রীতির নেপথ্যকথা:তবে দুর্গ পুজোর কয়েকটি সঙ্গে মিল রয়েছে মধ্য এশিয়ার নানা অঞ্চলের, এমনকি আবিসিনিয়া (সাবেক ইথিয়োপিয়া সাম্রাজ্য) এবং অধুনা আফগানিস্তানের প্রাচীন কয়েকটি রীতির। তারই মধ্যে একটি হল এই ফল ঝুলিয়ে রাখা। এই সময় অনেক আত্মা মর্ত্যে নামে, অশুভ আত্মাকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, তাই আগেই খাবার দিয়ে দেওয়া হয়। যদি দড়ি থেকে কোনও ফল পড়ে যায় তা হলে ধরে নেওয়া হয়, আত্মা সেই ফল গ্রহণ করেছে, ফল বেঁধে নতুন করে সেই জায়গায় তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আর শুভ আত্মার জন্য তো নানাবিধ ভোগের আয়োজন করা হয়েই থাকে। সব আত্মাকে ফেরালে চলবে কেন! এই হচ্ছে মন্ডল বাড়ির ইতিহাস। একথা বলার সাথে সাথে প্রাচীনকালের মায়ের আরাধনা বহু ইতিহাস রয়ে গেছে, যা লিখলে রামায়ণ ও মহাভারতের মত কাব্যগ্রন্থ হয়ে যাবে। তবে দুর্গাপূজার সঙ্গে যে পৌরাণিক কাহিনী জড়িত, তার উৎস বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত, কালিকাপুরাণ ইত্যাদি। শিব আর ব্রহ্মার বরে কোনো পুরুষের অজেয় ও ত্রিলোকবিজয়ী এই মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় আবির্ভূতা তাঁদেরই সম্মিলিত তেজসম্ভূতা দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয় সে। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র তাঁর স্ত্রী সীতাকে রাবণের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার মানসে শরৎকালে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন, সেই থেকে শারদীয়া দুর্গাপূজার সূচনা হয়, এমন উল্লেখ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। আবার তারও আগে বসন্তকালে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নিজেদের সৌভাগ্যকামনায় দুর্গাপূজা করেছিলেন, এ রকম পৌরাণিক কাহিনীও প্রচলিত আছে। বাঙালি কবি কালিদাস তাঁর রামায়ণে শরৎকালের দুর্গাপূজাকে অকালবোধন বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও প্রাচীনতর মার্কণ্ডেয় পুরাণে শরৎকালই দুর্গাপূজার সময় বলে উল্লিখিত। আবার বাল্মিকী রামায়ণে কিন্তু কোথাও রাম দুর্গার আরাধনা করেছিলেন বলে পরিষ্কার উল্লেখ নেই!এদিকে দুর্গাপুজোর পৌরাণিক পটভূমি যা-ই হোক, এর ইতিহাস যে বেশ প্রাচীন, সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দ্বাদশ শতকে বারেন্দ্রীতে দুর্গাপূজার সবচেয়ে পুরানো উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দুর্গা আরাধনার তত্ত্ব ও দুর্গামূর্তির রূপকল্পনা – সব কিছুতেই অনেক বিবর্তন হয়েছে। দেবী দুর্গার আরধনার মধ্যে কৃষি নির্ভর সমাজের পৃথিবীকে অর্থাৎ ভূমিকে ফলে-শস্যে সম্পদবতী করে তোলার প্রার্থনাই রূপায়িত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে পূজার সময়ে দুর্গা মূর্তির সঙ্গে সুসজ্জিতা নবপত্রিকার [যা আদতে ন' রকম ফল সমেত শাড়ি পরানো একটি কলাগাছ] স্থাপনাতে সেই চিন্তাই অভিব্যক্তি পেয়েছে। অন্যদিকে ইতিহাসবিদ ও পুরাতাত্ত্বিকেরা আবার দুর্গাপূজার মধ্যে অন্য একটি রূপকের সন্ধান পান। বহিরাগত আর্যরা অনার্য অধ্যুষিত ভারতবর্ষে যুদ্ধ ও সামাজিক সংঘাতের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এ কথা যদি মেনে নেওয়া যায়, তা হলে এটা খুবই সম্ভব যে, কৃষিপারঙ্গম আর্যরা এসে আদিম বঙ্গভূমির এমন কোনো সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, যার কুলপ্রতীক বা টোটেম ছিল মহিষ। শস্যশালিনী পৃথিবীস্বরূপা দুর্গার হাতে মহিষাসুরের নিধনের মধ্যে কি রূপায়িত হয়েছে কৃষিকুশল আর্যদের কাছে আদিম বাংলার কৌম সমাজের নতিস্বীকারের ঘটনা? নবপত্রিকার পূজার মধ্যেও কি সেই কৃষিপরায়ণ আর্যদেরই আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত? অসম্ভব নয়। তা ছাড়া দুর্গার মহিষাসুর নিধন আর রামচন্দ্রের রাবণকে পরাভূত করার কাহিনী, এ দুয়ের মধ্যে একটি সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। মহিষাসুর ও রাবণ – দু'জনের উদ্ভবের মূলেই রয়েছে শিবের বরপ্রাপ্তি-যে শিব মূলত অনার্য দেবতা। অর্থাৎ এমনটা হতেই পারে যে, দুর্গাপূজার প্রচলনের মধ্য দিয়ে অনার্যদের পরাভবের কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে।আমরা দেবী দুর্গার পূজার সময়ে নির্মিত আধুনিক মূর্তির যে বিবরণ শুরুতেই উপস্থিত করেছি, তার মূলে রয়েছে বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্রের বর্ণনা। এই সব পুরাণ, শিল্পশাস্ত্র ও ধ্যানমন্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী এই দেবী দশভুজা ও দশপ্রহরণধারিনী, সিংহবাহিনী তথা অসুরবিনাশিনী। আবার হেমাদ্রির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বিংশতিভুজা আবার শিল্পরত্নের কল্পনায় তিনি ত্রিনয়নী, জটাজুটসংযুক্তা, নীলকমলসদৃশ তাঁর চোখ, তিনি পীনোন্নতপয়োধরা ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো মন্ত্রের বর্ণনায় আবার তিনি তপ্তকাঞ্চণবর্ণা,তাঁর মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো -- তাঁর মাথায় অর্ধচন্দ্র, তাঁর হাতে নানা আয়ুধ ও ঘন্টা, তাঁর অস্ত্রে নিপাতিত অসুর।ঠিক একই প্রথা মেনে সর্বাগ্রে নবপত্রিকা বিসর্জনের পরই দেবী দুর্গার মৃণ্ময়ী মূর্তি বিসর্জন হয়ে থাকে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

মেয়েদের ঘর সংসার এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে দেবী দুর্গার ইতিকথা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

অপর নাম তা সকলেই জানে। এছাড়া গোপাল তাপনী উপনিষদ, নারায়ণ উপনিষদ ইত্যাদি বৈদিক গ্রন্থে দুর্গার উল্লেখ আছে।তবে সবকিছুই কেমন যেন একটা বিতর্ক সৃষ্টি করে রেখেছে, আসল সমাধান তেমনি কোনো পত্র পত্রিকাতে পাওয়া যায়নি। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে।দুর্গাপূজা কবে, কখন, কোথায় প্রথম শুরু হয়েছি ল।এই বিষয়ে নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন। আর্য সভ্যতায় প্রাধান্য ছিল দেবতাদের। অনার্য সভ্যতায় প্রাধান্য ছিল দেবীদের, তারা পূজিত হতেন আদ্যাশক্তির প্রতীক রূপে। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের গঠন, দায়িত্ববোধ ও উর্বরতা শক্তির সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করে অনার্য সমাজে গড়ে উঠে মাতৃপ্রধান দেবী সংস্কৃতির ধারণা। ভারতে অবশ্য মাতৃরূপে দেবী সংস্কৃতির ধারণা অতি প্রাচীন। প্রায় ২২ হাজার বছর পূর্বে ভারতের প্যালিওলিথিক জনগোষ্ঠী থেকেই দেবী পূজা প্রচলিত। হরপ্পা ও মহেন্জোদারো সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতায় এসে তা আরও গ্রহণযোগ্য, আধুনিক ও বিস্তৃত হয়। মাতৃপ্রধান পরিবারের মা-ই প্রধান, তার নেতৃত্বে সংসার পরিচালিত হয়। এই মত অনুসারে দেবী হলেন শক্তির রূপ, তিনি পরব্রহ্ম। শাক্ত মতে, কালী বিশ্ব সৃষ্টির আদি কারণ। অন্যান্য দেব-দেবী মানুষের মঙ্গলার্থে তাঁর বিভিন্ন রূপে প্রকাশ মাত্র। মহাভারত অনুসারে, দুর্গা বিবেচিত হন কালী শক্তির আরেক রূপে। অন্যদিকে হিন্দু পুরাণে আছে, ভগবান ব্রহ্মা মহিষাসুর দৈত্যের কিছু ভালো কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চেয়েছিলেন, মহিষাসুর 'অমর' বর প্রার্থনা করেছিল, ব্রহ্মা সরাসরি অমরত্ব বর না দিয়ে বর দিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো পুরুষের হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু হবে না। ভগবান ব্রহ্মা, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তার কাছ থেকে এমন বর পেয়ে মহিষাসুর ধরাকে সরাজ্ঞান করতে আরম্ভ করে। সে ধরেই নিয়েছিল যেহেতু নারীরা শারীরিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল এবং কোনো পুরুষের হাতে তার মৃত্যু নেই, তাই সে হবে অপরাজেয়, অমর।

তার খুব ইচ্ছা হলো স্বর্গ-মর্ত্য জয় করার, দেবতাদের ওপর অত্যাচার শুরু করে দিল, তার অত্যাচারে স্বর্গের দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে মহিষাসুরের অত্যাচার দেবতাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এভাবেই মহিষাসুর অপরাজেয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, এরপর সে স্বর্গের দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়ন করতে শুরু করে।অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন, তারা ব্রহ্মার দেওয়া কঠিন বরের ভেতরেই আলো দেখতে পান। ব্রহ্মা বর দেওয়ার সময় বলেছিলেন, কোনো পুরুষের হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু হবে না, এখানে নারীর কথা উহ্য রাখা হয়েছে। তার মানে নারীর হাতে মহিষাসুরের পরাস্ত হওয়ায় কোনো বাধা নেই। তখন 'ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব'র আহ্বানে দশভুজা যে নারী মূর্তির আবির্ভাব হলো, তিনিই দেবী দুর্গা। যেহেতু মহাপরাক্রমশালী মহিষাসুরের সঙ্গে লড়তে হবে, দুই হাতে লড়াই করা সম্ভব নয় বলেই দেবী দুর্গাকে দশ ভুজারূপে কল্পনা করা হয়েছে। দুর্গা আবিভর্ূত হওয়ার পর দুর্গার দশ হাত মারণাস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করে দেওয়া হলো। শিব দিলেন ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, ইন্দ্র দিলেন তীর ধনুক, তরবারি, ঢাল, বিষধর সর্প, তীক্ষ্ণ কাঁটাওয়ালা শঙ্খ, বিদ্যুৎবাহী বজ্র শক্তি এবং একটি পদ্মফুল।দেবী দুর্গা এবং মহিষাসুরের মধ্যে দশ দিনব্যাপী মহাযুদ্ধ হয়েছিল, মহিষাসুরকে পরাস্ত করা রীতিমতো অসাধ্য হয়ে উঠেছিল, কারণ সে মায়ার খেলা জানত, দুর্গাকে বিভ্রান্ত করতে সে একেকবার একেক জন্তু-জানোয়ারের রূপ ধারণ করছিল, দেবী দুর্গার জন্য যুদ্ধ ভীষণ কঠিন হয়ে উঠে যখন অসুরের ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়া মাত্র সেখান থেকে একই চেহারার আরেকটি অসুর জন্ম নিচ্ছিল।এভাবে দুর্গার তরবারির কোপে রক্তাক্ত অসুরের প্রতি রক্তবিন্দু থেকে শত সহস্র অসুরের জন্ম হলো এবং দুর্গার দিকে ধেয়ে এলো। তখনই দেবী দুর্গা অন্য মূর্তি ধারণ করলেন, সে মূর্তির রূপ হলো আরও ভয়ঙ্কর, লম্বা জিভ, চার হস্ত কালী মূর্তি, যার প্রধান কাজই ছিল অসুরের রক্তবীজ মাটি স্পর্শ করার আগেই লম্বা জিভ বের করে চেটে খেয়ে ফেলা। এভাবেই রক্তবীজ থেকে অসুরের উৎপত্তি বন্ধ হয়ে গেল এবং যুদ্ধের দশম দিনে অসুর মহিষের রূপ নিয়েছিল, উপায়ান্তর না দেখে মহিষের দেহ থেকে বেরিয়ে এলো বিশালদেহী মানুষের রূপে, তখনই দেবী দুর্গার হাতের ত্রিশূল মহিষাসুরের বক্ষ্যভেদ করল। মহিষাসুরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে শান্তি ফিরে এলো। স্বর্গের দেবতারা দেবী দুর্গার নামে জয়ধ্বনি করিলেন। এটা দেবী দুর্গার পৌরাণিক ইতিহাস স্বঘোষিত লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবেই

শারদীয়া দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' বলা হয়। কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দুর্গাকে পূজা করা হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, শরৎকালে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। তাই এই সময়টি তাঁদের পূজা যথাযথ সময় নয়। অকালের পূজা বলে তাই এই পূজার নাম হয় 'অকালবোধন'। এই দুই পুরাণ অনুসারে, রামকে সাহায্য করার জন্য ব্রহ্মা দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর রামায়ণে লিখেছেন, রাম

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

কেন মায়ের কাছে গিয়ে থাকেন ঐশ্বরিয়া?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অভিনেতা অভিষেক বচ্চনের বিবাহবিচ্ছেদের খবর গত বছর সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে সরগরম ছিল। সেই সময়ে এ তারকাদম্পতি কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে ধীরে ধীরে নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন— বিবাহবিচ্ছেদের খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু ঐশ্বরিয়া তাহলে কেন তার মায়ের কাছে গিয়ে থাকেন? নেটিজেনরা প্রশ্ন তুলছেন বারবার। এবার সেই উত্তর দিলেন পরিচালক প্রহ্লাদ কক্কড়।

সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের মায়ের প্রতিবেশী পরিচালক প্রহ্লাদ কক্কড়। তাই তিনি সবটা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। প্রতিদিন কন্যা আরাধ্যাকে স্কুলে ছাড়তে যেতেন ঐশ্বরিয়া। তারপরেই চলে যেতেন মায়ের কাছে। ফেরার সময়ে ফের মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে ফিরতেন। পরিচালক বলেন, মায়ের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ঐশ্বরিয়ার। তাই মায়ের অসুস্থতায় খেয়াল রাখায় যাতে কোনো গাফিলতি না হয়, সেদিকে সতর্ক থাকেন তিনি।

জানা গেছে, শাশুড়ি জয়া বচ্চন ও ননদ শ্বেতা বচ্চনের সঙ্গে বনিবনা নেই ঐশ্বরিয়ার। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে প্রহ্লাদ বলেন, তাতে কীই-বা হয়েছে। ও এখনো ওই বাড়ির বউ। এখনো ওর সংসার ওটা। আমি জানতাম, বিবাহবিচ্ছেদের খবর মিথ্যা। কারণ আমি জানতাম, ও মায়ের কাছে গিয়ে কেন থাকত।

প্রহ্লাদ বলেন, তিনি জানতেন বিচ্ছেদের খবর মিথ্যা। এখনো বচ্চন পরিবারের পুত্রবধূ ঐশ্বরিয়া। নিজের মায়ের কাছে যেতেন অন্য কারণে। বেশ কিছু দিন ধরে অসুস্থ ঐশ্বরিয়ার মা। তাই প্রতিদিনই মাকে দেখতে যেতেন অভিনেত্রী।

পরিচালক বলেন, আমি জানি, মাকে নিয়ে ওর চিন্তা হতো। মাঝেমধ্যে অভিষেকও আসত ওর মাকে দেখতে। বিচ্ছেদ হলে ও কি আসত? এ জন্যই ওই সব গুজবে কোনো পাত্তা দিইনি।

ধর্ষণ মামলার অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন আশিস কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'ইয়ে রিশ্তা কেয়া কহলাতা হ্যায়'-এর অভিনেতা আশিস কাপুর সম্প্রতি ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতারের পর জামিন পেয়েছেন। মুক্তির পর এবারই প্রথম তিনি প্রকাশ্যে নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি জানালেন।

পুনে থেকে গ্রেফতারের পর আশিসকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। পরে দিল্লির তিস হাজারি আদালত তার জামিন মঞ্জুর করে। জামিনের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি জানান, 'সম্প্রতি যা ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি আমি আপাতত স্বস্তিতে আছি। এই কঠিন অভিজ্ঞতা আমাকে দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধানের ক্ষমতার প্রতি আরও দৃঢ় আস্থা দিয়েছে। বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার বিশ্বাস আগেও ছিল, এখন সেটি আরও বেড়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল, শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। আসল ঘটনা একদিন না একদিন অবশ্যই প্রকাশ পায়।'

কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আশিস লিখেছেন, 'যারা আমার পাশে ছিলেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। একই সঙ্গে দেশের আইনব্যবস্থাকেও ধন্যবাদ জানাই, যা প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে।'

কল্কির সিক্যুয়েল থেকে বাদ দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্যারিয়ারের বাজে সময় যাচ্ছে বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের। বলিউডের আসন্ন সিনেমা 'কল্কি ২৮৯৮'-এর সিক্যুয়েলেও দেখা যাবে না এই অভিনেত্রীকে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে ছবির টিম। দীর্ঘ আলোচনার পর দীপিকার সঙ্গে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

এদিকে নাগ আশ্বিন পরিচালিত ছবিটিতে দীপিকাকে দেখা যাবে কিনা—এমন প্রশ্ন বহুদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছিল দর্শকমহলে। দীপিকার ভক্তরাও মুখিয়ে ছিল অভিনেত্রীকে এই ছবির সিক্যুয়েলে দেখতে। এবার এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল ছবির টিম।

এক বিবৃতিতে প্রযোজকরা জানিয়েছেন, প্রথম ছবিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। তবে সিক্যুয়েলের জন্য যে সময় ও দায়বদ্ধতা প্রয়োজন, তা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আপাতত একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। দীপিকার জন্য শুভকামনা রইল।

এই পোস্টের পর মন ভেঙেছে দীপিকার ভক্ত অনুরাগীদের।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন দীপিকা পাড়ুকোন। সম্প্রতি মেয়ের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে পরিবারকে সময় দিয়েছেন অভিনেত্রী। ব্যক্তি জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে এর আগেও সন্দীপ রেড্ডির একটি ছবি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন দীপিকা। তবে বর্তমানে পরিচালক অ্যাটলির নতুন ছবিতে আল্লু অর্জুনের সঙ্গে কাজ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অভিনেত্রী।

এশিয়া কাপ ফাইনাল

আবারও নাস্তানাবুদ পাকিস্তান, চ্যাম্পিয়ন ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শেষ ওভারের রোমাঞ্চকর মুহূর্তও নিজেদের করতে পারলো না পাকিস্তান। ৬ বলে ১০ রানের সমীকরণে হারিস রউফ কোনো মুন্সীয়ানা দেখাতে পারেননি। উল্টো ভারতের ব্যাটারদের কাছে পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছেন। ২ বল হাতে রেখে ম্যাচ জিতেছে ভারত।

ম্যাচের ফল বলছে, জিততে ভারতকে শেষ ওভার পর্যন্ত খেলতে হয়েছে। শেষ ওভারে থ্রিলও কিছুটা জমেছে। তবে আদতে শুরুর ধাক্কা সামলে নেবার পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতেই ছিলো। সেই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন হয়েছে শেষ ওভারেও।

এশিয়া কাপের ফাইনাল ম্যাচেও পাকিস্তান হারের বৃত্ত থেকে বেরোতো পারলো না। উল্টো হারিস রউফদের মতো অভিজ্ঞদের বাজে বোলিংয়ের কারণে বড় ব্যবধানে বিপর্যয় মেনে নিলো। পাকিস্তানকে লজ্জা দিয়ে ৫ উইকেটে জিতে এশিয়া কাপের শিরোপা ঘরে তুলল ভারত।

শুরুতে ব্যাট করতে নেমেই খেই হারায় পাকিস্তান। ২০ ওভার খেলতেও পারেনি দলটি। ১৯.১ ওভারেই গুটিয়ে গেছে ১৪৬ রানে। ১৪৭ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে ভারত শুরুতে কিছুটা খেই হারালেও তিলক ভার্মার (৬৯*) কার্যকরী ব্যাটিংয়ে ঘুরে দাঁড়ায় সূর্যকুমার যাদবের দল।

সঞ্জু স্যামসন আর শিবম দুবের ছোটো ছোটো ইনিংসে ভর করে লো স্কোরিং ম্যাচে সহজেই জয়ের বন্দরে পৌঁছায় ভারত। তিলকের অর্ধশতক পেরোনো স্কোরই মূলত ভারতকে খেলায় ফিরিয়েছে। পাকিস্তানের বোলাররা তার প্রতিরোধের সামনে হয়ে পড়েন বিষহীন।

টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান শুরুতে ভালোই সংগ্রহ করে। ওপেনিং জুটিতে ৯.৪ ওভারে ৮৪ রান তোলার পরই ভারতীয় বোলারদের চাপে পড়ে পাকিস্তান।

ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান ৩৮ বলে ৫৭ রান করে মাঠ ছাড়েন। ফখর জামানও ৩৫ বলে ৪৬ রান করে দলের রানসংগ্রহে ভালো অবদান রাখেন।

তিন নম্বরে নামা সাঈম আইয়ুব ১৪ রান করে ফিরে গেলে মোহাম্মদ হারিস শূন্য রানেই আউট হন। হুসেইন তালাত মাত্র ১ রান করে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই পাকিস্তান ১৩১ রানে ৫ উইকেট হারায়। এরপর মাত্র ১০ রান যোগ করার মধ্যে পাকিস্তান আরও ৪ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৪৬ রানে অলআউট হয়ে যায়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৭ রানেই প্রথম উইকেট হারায় ভারত। অভিষেক শর্মা ফেরেন সাজঘরে। ১০ রানের মাথায় ভারত হারায় আরেক উইকেট। দলীয় ১০ রানে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার ২.৩ ওভারেই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন। ২০ রানে ভারতের তৃতীয় উইকেটের পতন। শুভমান গিল ফিরলেন দলীয় ২০ রানে। এরপর ভারতের ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু। ১৯ ওভার ৪ বলে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান করে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ভারত।

ফাইনালের সেরা হয়ে যা বললেন তিলক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যেকোনো ফরম্যাটে ভারতকে সর্বশেষ ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে হারিয়েছিল পাকিস্তান। এরপর থেকে ভারতই কেবল শেষ হাসি (টানা ৮ ম্যাচে) হেসেছে। প্রথমবার এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হয়েও সেই খরা কাটাতে ব্যর্থ সালমান আলি আগার দল। অবশ্য রোমাঞ্চকর এই মহারণের ফল এসেছে শেষ ওভারে। ৫ উইকেটের জয়ে নবম বারের মতো এশিয়ার সেরার মুকুট পরল ভারত

ফাইনালের ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন তিলক ভার্মা। এদিন আবারও নিজের জাত চেনান ২২ বছর বয়সী এই ব্যাটার।

মাত্র ২০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে তখন মহা বিপদে ভারত। তবে তিলক ছিলেন খুবই স্বাভাবিক। এক প্রান্ত ধরে রেখে রয়েসয়ে তিনি এগিয়ে যান জয়ের পথে। চমৎকার ব্যাটিংয়ে খেলেন ৫৩ বলে ৬৯ রানের অপরাজিত এক ইনিংস।

পাকিস্তানের বিপক্ষে এশিয়া কাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ভারতের ৫ উইকেটের জয়ে বড় পার্থক্য গড়ে দেয় তিলকের এই ইনিংস। এর আগে ফিল্ডিংয়েও দুটি ক্যাচ নেন তিলক। তাই ফাইনালের ম্যাচ সেরার পুরস্কারও ওঠে ২২ বছর বয়সী ব্যাটারের হাতে।

চার নম্বরে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকা ইনিংসে ৩ চারের সঙ্গে ৪টি ছক্কা মারেন তিলক। পরে ম্যাচ সেরার পুরস্কার গ্রহণ করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দেন তরুণ এই ব্যাটার।

"এটি আমার জীবনের সবচেয়ে স্পেশাল ইনিংসগুলোর একটি। বেশি কিছু বলার নেই। চাক দে ইন্ডিয়া।"

এসময় শুরুর চাপের কথাও স্বীকার করে নেন তিলক। "অবশ্যই চাপ ছিল। তারা ভালো বোলিং করছিল। গতির তারতম্য কাজে লাগাচ্ছিল। আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করছিলাম। নিজের খেলার ওপর আস্থা রেখেছিলাম।"

এশিয়া কাপের নিজের পুরো ম্যাচ ফি ভারতীয় আর্মিকে দেওয়ার ঘোষণা সূর্যকুমারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে আবারও শিরোপা জিতেছে ভারত। ম্যাচের পরও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নিয়ে বেশ বিতর্ক তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপের শিরোপা ছাড়াই মাঠ ছাড়ে ভারতের ক্রিকেটাররা। সবকিছুর মাঝে এক মহৎ উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে ট্রফি না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ ঝারেন সূর্যকুমার। তবে এর পাশাপাশি এবারের এশিয়া কাপের নিজের সব ম্যাচের ম্যাচ ফি ভারতীয় আর্মিকে দেয়ার ঘোষণাও দেন। সংবাদ সম্মেলন শেষ সূর্যকুমার বলেন, 'আমি আমার সব ম্যাচের ম্যাচ ফি ভারতীয় আর্মিকে দিচ্ছি।'

ম্যাচের পর প্রায় এক ঘণ্টা সময় ধরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজনের অপেক্ষা করা হয়। লম্বা অপেক্ষা শেষে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসিসি এবং পিসিবির সভাপতি মহসিন নাকভি। এছাড়া বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও উপস্থিত ছিলেন।

ব্যক্তিগত পুরস্কারের বেশিরভাগই পেয়েছেন ভারতীয়রা। সেগুলো সবাই নিজে নিজে সংগ্রহ করার পর পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মেডেল সংগ্রহ করতে মঞ্চে ডাকা হয়। সবাইকে মেডেল দেন বুলবুল। এরপর এশিয়া কাপের ট্রফি ও মেডেল না নিয়েই মাঠ ছাড়ে ভারত দল। মহসিন নাকভির কাছে থেকে ট্রফি নিবে না বলেই এমন ঘটনা ঘটায় তারা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR